www.banglainternet.com

Sunanu Ibn Mazah Bangla Onubad

2nd Volume,

Jakat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٨. كِتَابُ الزَّكٰوةِ

অধ্যায় ঃ যাকাত

١. بَابُ فَرْضِ الزَّكٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে

١٧٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَيْفِيَ، عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِيْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

১৭৮৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুয়ায (রা)-কে ইয়ামান পাঠান। তখন তিনি বলেনঃ তুমি তো আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদের 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল'– এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহবান করবে। তারা যদি এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা স্বীকার করে নেয়, তবে তাদের আরও জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ

banglainternet.com

তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের বিত্তবানদের থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটি মেনে নেয়, তবে তাদের উত্তম সম্পদ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। আর মযলূমের বদ দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, মযলূমের আহাজারী ও আল্লাহ তা'লার মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

٢. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْعِ الزَّكٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায় না করা প্রসঙ্গে

١٧٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَعْيَنَ، وَجَامِعِ بْنِ اَبِيْ رَاشِدٍ، سَمِعَا شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ لَايُؤَدِّيْ زَكٰوةَ مَالِهٖ مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ حَتّٰى يُطَوَّقَ عُنُقَهٗ ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهٗ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اَلْاٰيَةَ -

১৭৮৪ মুহাম্মদ ইবন আবু 'উমার আদানী (র)....আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় না করে, তার মালকে কিয়ামতের দিন বিষধর সাপের আকৃতিতে পরিণত করা হবে, এমন কি তার গলায় তা লটকিয়ে দেওয়া হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রসঙ্গে আল্লাহর কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اَلْاٰيَةَ .

"আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন, এতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল এ কথা যেন তারা মনে না করো।" (৩ঃ ১৮০)।

١٧٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلَاغَنَمٍ وَلَابَقَرٍ لَايُؤَدِّيْ زَكٰوتَهَا، اِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَاَسْمَنَهٗ، يَنْطَحُهٗ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهٗ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ اُولَاهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ -

১৭৮৫ "আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন উট, ছাগল ও গাভীর মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে এগুলো কিয়ামতের দিন অনেক বড় ও মোটা তাজা হয়ে উপস্থিত হবে এবং মালিককে এদের শিং ও ক্ষুর দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। যখন শেষটির পালা পূর্ণ হবে, তখন প্রথমটি থেকে আবার শুরু হবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত না মানুষের বিচার কার্য শেষ হয়।

banglainternet.com

١٧٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْمَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَاْتِى الْاِبِلُ الَّتِىْ لَمْ تُعْطَ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَأُصَاحِبَهَا بِاَخْفَافِهَا وَتَاْتِى الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ تَطَأُصَاحِبَهَا بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَيَاْتِى الْكَنْزُشُجَاعًا اَقْرَعَ فَيُلْقٰى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُوْلُ مَالِىْ وَلَكَ ! فَيَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ ، اَنَا كَنْزُكَ . فَيَتَّقِيْهِ بِيَدِهِ فَيُلْقِمُهَا -

১৭৮৬ আবু মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উছমান উছমানী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যে উটের যাকাত আদায় করা হয়নি, তা কিয়ামত দিবসে তার মালিককে তার ক্ষুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে, তদ্রূপ গাভী ও ছাগল এসে এদের ক্ষুর ও শিং দিয়ে এদের মালিককে আঘাত করতে থাকবে। তার সঞ্চিত সম্পদও বিষধর সাপে পরিণত হয়ে তার মালিকের সামনে হাযির হবে। মালিক দু'বার তা দেখে পালাবে। কিন্তু সে আবার মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন মালিক পালাতে চেষ্টা করবে এবং বলবেঃ তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? তখন সে বলবেঃ আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ, আমি তোমার রক্ষিত ধন। মালিক তখন তার হাত দিয়ে সাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে, তখন সে হাতটি গিলে ফেলবে।

٣. بَاب مَاأُدِّىَ زَكٰوتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ

অনুচ্ছেদঃ যে মালের যাকাত আদায় করা হয়, তা 'কানয' নয়

١٧٨٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ خَالِدُبْنُ اَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لَهُ قَوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهَا، فَوَيْلٌ لَهُ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طَهُوْرًا لِلْاَمْوَالِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا اُبَالِىْ لَوْكَانَ لِىْ اُحُدٌ ذَهَبًا ، اَعْلَمُ عَدَدَهُ وَاُزَكِّيْهِ، وَاَعْمَلُ فِيْهِ بِطَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

১৭৮৭ 'আমর ইবন সাওয়াদ মিসরী (র).... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) এর আযাদকৃত গোলাম খালিদ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) এর সঙ্গে বের হলাম। তখন একজন বেদুঈন এসে তাঁকে আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলোঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

banglainternet.com

"আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না.....।" (৯ঃ২৩৪)।

ইবন উমর (রা) তাকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি সোনারূপা পুঞ্জিভূত করে রাখে, অথচ এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থা ছিল যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার আগের। পরবর্তীতে যখন যাকাতের বিধান নাযিল হয়, তখন যাকাতকেই আল্লাহ্ মালের পবিত্রতাকারী সাব্যস্ত করেন। এরপর ইবন উমর (রা) লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেনঃ এ ব্যাপারে আমার কোন পরোয়া নেই যে, উহুদ পরিমাণ সোনাও যদি আমার হাতে আসে এর পরিমাণ নিরূপণ করে-এর যাকাত আদায় করে দেব এবং মহান আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করব।

١٧٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَالِكِ ثَنَامُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرِثُ، عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَدَّيْتَ زَكٰوةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ -

১৭৮৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তুমি তোমার মালের যাকাত আদায় করলে, তখন তো তুমি তোমার দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেললে।

١٧٨٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ، عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، اَنَّهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ ، يَقُوْلُ لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰوةِ -

১৭৮৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যাকাত ব্যতীত সম্পদে অন্য কোন হক নেই।

٤. بَابُ زَكٰوةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোনা রূপার যাকাত

١٧٩٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَرِثِ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلٰكِنْ هَاتُوْا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا -

১৭৯০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দিলাম। তবে তোমরা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, তথা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম আদায় করবে।

banglainternet.com

١٧٩١ حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا، قَصَاعِدًا، نِصْفَ دِيْنَارٍ وَمِنَ الْاَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا، دِيْنَارًا -

১৭৯১ বকর ইবন খালাফ্ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন 'উমার ও 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রতি বিশ দিনার বা তার কিছু বেশী হলে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করতেন।

٥. بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ বছরের মাঝখানে কোন সম্পদের মালিক হলে

١٧٩٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَزَكٰوةَ فِيْ مَالٍ، حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -

১৭৯২ নসর ইবন 'আলী জাহযামী (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই।

٦. بَابُ مَاتَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ مِنَ الْاَمْوَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সম্পদে যাকাত ফরয

١٧٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَدَقَةَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ مِنَ الْاِبِلِ -

১৭৯৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)...আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেনঃ পাঁচ 'অসক'-এর চেয়ে কম পমিাণ খেজুরে, পাঁচ 'উকিয়া'-এর কম পরিমাণ মুদ্রায় এবং পাঁচটির চেয়ে কমসংখ্যক উটের যাকাত নেই।

١٧٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَادُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ -

banglainternet.com

১৭৯৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পাঁচটি উটের কম হলে এতে যাকাত নেই। পাঁচ 'উকিয়া'-এর কম মুদ্রায় যাকাত নেই এবং পাঁচ 'অসক'-এর চেয়ে কম ফসলে যাকাত নেই।

٧. بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكٰوةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

অনুচ্ছেদ ঃ অগ্রিম যাকাত আদায় প্রসঙ্গে

١٧٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ، اَنَّ الْعَبَّاسَ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهٖ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهٗ فِيْ ذٰلِكَ -

১৭৯৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... 'আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আব্বাস (রা) তাঁর মালের বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত আদায় করার ব্যাপারে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন।

٨. بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ اِخْرَاجِ الزَّكٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত প্রদানের সময় যে দু'আ করবে

١٧٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، اِذَا اَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهٖ صَلّٰى عَلَيْهِ فَاَتَيْتُهٗ بِصَدَقَةِ مَالِيْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِيْ اَوْفٰى -

১৭৯৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... 'আব্দুল্লাহ ইবন আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যখন কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত নিয়ে আসত, তখন তিনি তার জন্য দু'আ করতেন। এরপর আমি আমার মালের যাকাত নিয়ে তাঁর কাছে এলাম, তখন তিনি এই বলে দু'আ করলেনঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আবু আউফার পরিবারের প্রতি রহম করুন।

١٧٩٧ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ، ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْطَيْتُمُ الزَّكٰوةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا، اَنْ تَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا -

banglainternet.com

১৭৯৭ সুওয়দ ইবন সায়ীদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যখন যাকাত আদায় করবে, তখন তোমরা এর পূণ্যের কথা ভুলে যাবে না এবং এইরূপ দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

ইয়া আল্লাহ! আপনি একে তাওবা কবুলের ওসীলা বানিয়ে নিন এবং একে ঋণ পরিশোধের পর্যায়ভুক্ত করবেন না।

٩. بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত

١٧٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا اِبْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِيْ سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ اَنْ يَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ فَوَجَدْتُ فِيْهِ فِيْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِيْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ، اِلٰى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَاِنْ لَمْ تُوْجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُوْنٍ، ذَكَرٍ فَاِنْ زَادَتْ، عَلٰى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ، اِلٰى خَمْسَةٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ، عَلٰى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ، وَاحِدَةً، فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِنْ زَادَتْ عَلٰى سِتِّيْنَ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، اِلٰى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ، عَلٰى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ، وَاحِدَةً، فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ ، عَلٰى تِسْعِيْنَ، وَاحِدَةً، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا كَثُرَتْ، فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٍ وَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ، بِنْتُ لَبُوْنٍ -

১৭৯৮ আবু বিশর বকর ইবন খালাফ (র)....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। ইবন শিহাব (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওফাতের আগে যাকাত সম্পর্কে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা সালিম (র) আমাকে পড়ে শোনান। আমি তাতে পেলাম যে, পাঁচটি উটের যাকাত একটি বকরী, দশটি উটে দুইটি বকরী, পনরটি উটে তিনটি বকরী, বিশটি উটে চারটি বকরী এবং পঁচিশটি থেকে পঁয়ত্রিশটি উটে একটি 'বিন্ত মাখায[১] আদায় করতে হবে। তবে যদি 'বিন্ত মাখায না পাওয়া যায়, তবে একটি 'ইবন লাবুন[২]' আদায় করতে হবে। উটের সংখ্যা যদি পঁয়ত্রিশ থেকে একটি বেশি হয়, তাহলে একটি 'বিনত লাবুন'

banglainternet.com

১. 'বিন্ত মাখায'- এমন উট, যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে।
২. 'ইবন লাবুন'– এমন উট, যার বয়স দু'বছর পূর্ণ হয়েছে।

আদায় করতে হবে এবং পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এ নিয়ম চলবে। উটের সংখ্যা যদি পঁয়তাল্লিশের বেশী হয়, তবে একটি 'হিক্কা'[৩] আদায় করতে হবে এবং এই নিয়ম ষাট পর্যন্ত চলবে। ষাটের উপরে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি 'জায'আ[৪] দিতে হবে। পঁচাত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দুইটি 'বিন্‌ত লাবুন' ও একান্নব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত দুইটি 'হিক্কা' আদায় করতে হবে। যদি উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হয়, তবে প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশ উটে একটি 'বিন্‌ত লাবুন'।

١٧٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِى الْاَرْبَعِ شَىْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيْهَا شَاةٌ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَاِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلَى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَاِذَا بَلَغَتْ عِشْرِيْنَ، فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ اِلَى اَنْ تَبْلُغَ اَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، اِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَاِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ، ذَكَرٍ، فَاِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا ، فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَ اَرْبَعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا، فَفِيْهَا حِقَّةٌ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ سِتِّيْنَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا ، فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلَى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا، فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ-

১৭৯৯ মুহাম্মদ ইবন আকীল ইবন খুওয়াইলদ নিসাপুরী (র) আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে এতে কোন যাকাত নেই। পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত একটি বকরী; দশ থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত দুটি বকরী, পনের থেকে উনিশ পর্যন্ত তিনটি বকরী, বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত চারটি বকরী। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনত মাখায। যদি 'বিনত মাখায না পাওয়া যায়, তবে একটি ইবন লাবুন' আদায় করতে হবে। আর যদি উটের সংখ্যা বেড়ে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত পৌছে, তবে এতে একটি 'বিনত লাবুন', আর যদি উটের সংখ্যা বেড়ে ষাট পর্যন্ত পৌছে, তবে এতে একটি 'হিক্কা'। আর যদি উটের সংখ্যা বেড়ে পঁচাত্তর পর্যন্ত পৌছে তবে এতে একটি 'জাযাআ'। আর যদি উটের সংখ্যা বেড়ে নব্বই পর্যন্ত পৌছে, তবে এতে দুইটি 'বিনত লাবুন'; আর যদি

banglainternet.com

৩. 'হিক্কা'-এমন একটি উট, যার বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়েছে।
৪. ' জায'আ'-এমন উট, যার বয়স চার বছর পূর্ণ হয়েছে।

উটের সংখ্যা বেড়ে একশত বিশ পর্যন্ত পৌছে, তবে এতে দুটি 'হিক্কা'। আর যদি উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হয়, তবে প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি 'হিক্কা' আর প্রতি চল্লিশ উটে একটি 'বিনত লাবুন' আদায় করতে হবে।

١٠. بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُوْنَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ

অনুচ্ছেদঃ যাকাতে কম বয়সী অথবা বেশি বয়সের পশু গ্রহণ প্রসঙ্গে

١٨٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ اَبِىْ، عَنْ ثُمَامَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَتَبَ لَهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ مِنْ اَسْنَانِ الْاِبِلِ فِىْ فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهٗ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَعِنْدَهٗ حِقَّةٌ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهٗ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهٗ اِلَّا بِنْتُ لَبُوْنٍ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَيُعْطِىْ مَعَهَا شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهٗ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهٗ حِقَّةٌ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهٗ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهٗ، بِنْتُ مَخَاضٍ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِىْ مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهٗ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهٗ ، وَعِنْدَهٗ ابْنَةُ لَبُوْنٍ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، اَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهٗ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلٰى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهٗ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ، فَاِنَّهٗ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهٗ شَىْءٌ-

১৮০০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইবন মারযূক (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবূ বকর (রা) তাকে লিখেছিলেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,' এ হচ্ছে যাকাতের নিসাব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। উটের সংখ্যা যদি এই পরিমাণ হয়, যার যাকাত উট দিয়ে আদায় করতে হয়, এ হিসাবে যদি 'জাযাআ' দিয়ে উটের যাকাত আদায় করতে হয়, অথচ তার কাছে জাযা'আ না থাকে, বরং 'হিক্কা' থাকে; তখন তার থেকে 'হিক্কা' গ্রহণ করা হবে এবং তার সামর্থ্য থাকলে তার থেকে এর সাথে দুটি বকরী অথবা বিশটি দিরহাম আদায় করবে। আর যার উপর উটের যাকাত হিসাবে 'হিক্কা' ফরয হয়

banglainternet.com

অথচ তার কাছে 'হিক্কা' না থাকে, বরং 'বিনত লাবূন' থাকে, তখন তার থেকে 'বিনত লাবুন' গ্রহণ করা হবে এবং এর সাথে সে দুটি বকরী অথবা বিশটি দিরহাম আদায় করবে।

আর যার উপর উটের যাকাত হিসাবে বিনত লাবূন আদায় করা ফরয হয়, অথচ তার কাছে বিনত লাবূন না থাকে, বরং হিক্কা থাকে; তখন তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে। এ সময় যাকাত আদায়কারী, যাকাত দাতাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি বকরী দেবে।

আর যার উপর যাকাত হিসাবে 'বিনত লাবূন' আদায় করা ফরয হয়, অথচ তার কাছে তা না থাকে, বরং তার কাছে 'বিনত মাখায' থাকে; তখন তার থেকে 'বিনত মাখায' গ্রহণ করা হবে; আর এর সাথে সে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি বকরী আদায় করবে।

আর যার উপর যাকাত হিসাবে 'বিনত মাখায' আদায় করা ফরয হয়, অথচ তার কাছে তা না থাকে, বরং তার কাছে বিনত লাবূন থাকে; তখন তার থেকে 'বিনত লাবূন' গ্রহণ করা হবে। তবে যাকাত আদায়কারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি বকরী দেবে।

আর যার উপর যাকাত হিসাবে 'বিনত মাখায' ফরয হয়। কিন্তু তার কাছে তা না থাকে; বরং তার কাছে 'ইবন লাবূন' থাকে, তখন তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং এর বিনিময়ে যাকাত প্রদানকারীকে কিছুই দিতে হবে না।

١١. بَابُ مَا يُأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতে যে উট গ্রহণ করা হবে

١٨٠١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلْمُلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ!

১৮০১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... সুয়াইদ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে একজন যাকাত আদায়কারী আমাদের নিকট আসল। আমি তার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নির্দেশ পাঠ করে শোনালাম ঃ

"যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন মালকে একত্রিত করা, এবং একত্রিত মালকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।" ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট একটি বিরাট ও মোটাতাজা উট নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এরপর লোকটি একটু ছোট ও অল্প মূল্যের অপর একটি উট নিয়ে আসলো, তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং বললেনঃ কোন্ মাটি আমাকে বহন করবে, আর কোন্ আকাশ আমাকে ছায়া দিবে; যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কোন মুসলিম ব্যক্তির উৎকৃষ্ট উট নিয়ে উপস্থিত হই।

banglainternet.com

١٨٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اِسْرَئِيْلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ اِلاَّ عَنْ رِضًا -

১৮০২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).....জারীর ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসে।

١٢. بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত

١٨٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ، وَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْبَقَرِ، مِنْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً -

১৮০৩ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).... মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামন পাঠালেন এবং আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, গরুর যাকাত আদায়ের বেলায় প্রতি চল্লিশটি গরুতে দু'বছর পূর্ণ বয়সের একটি বাছুর ও প্রতি ত্রিশটিতে এক বছর পূর্ণ বয়সের একটি বাছুর আমি যেন গ্রহণ করি।

١٨٠٤ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خَصِيْفٍ، عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَفِىْ اَرْبَعِيْنَ، مُسِنَّةً -

১৮০৪ সুফয়ান ইবন অকী'(র).... 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ প্রতি ত্রিশটি গরুতে এক বছর পূর্ণ বয়সের একটি বাছুর আর প্রতি চল্লিশটিতে দু'বছর পূর্ণ বয়সের একটি বাছুর (যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে)।

١٣. بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ছাগলের যাকাত

١٨٠٥ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِىْ سَالِمٌ، كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّدَقَاتِ قَبْلَ اَنْ يَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ فَوَجَدْتُ فِيْهِ فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً، شَاةً، اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، اِلَى مِائَتَيْنِ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ،

banglainternet.com

فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، اِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَاِذَا كَثُرَتْ، فِيْ كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ، وَوَجَدْتُ فِيْهِ لاَ يُجْتَمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَيُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَوَجَدْتُ فِيْهِ لاَيُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلاَهَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ –

১৮০৫ বকর ইবন খালাফ (র).... 'আব্দুল্লাহ (ইবন ওমর রা) থেকে বর্ণিত। ইবন শিহাব (র) বলেনঃ সালিম (র) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক তাঁর ইন্তিকালের আগে যাকাত সম্পর্কে লিখিত একটি পত্র পড়ে শোনান। আমি এতে দেখতে পেলাম যে, চল্লিশ থেকে একশো বিশটি বকরীর যাকাত হলো একটি বকরী। একশো একুশ থেকে দুশো বকরীর যাকাত হলো দুটি বকরী। দুশো এক থেকে তিনশো পর্যন্ত বকরীর যাকাত হলো তিনটি বকরী। যদি এরচেয়ে অধিক হয়, তবে প্রতি একশোতে একটি বকরী। আর আমি উক্ত পত্রে আরো দেখতে পেলাম যে, বিভিন্ন মালিকের পশু একত্রিত করে এবং এক মালিকের পশুকে বিভক্ত করে হিসাব করা যাবে না। এতে আরও দেখতে পেলাম যে, পাঠা জাতীয় পশু অতি বৃদ্ধ পশু ও ত্রুটিযুক্ত পশু যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

١٨٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ –

১৮০৬ আবু বদর 'আব্বাদ ইবন ওলীদ (র).... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলমানদের যাকাতের পশু তাদের চারণভূমি থেকেই গ্রহণ করা হবে।

١٨٠٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً، شَاةٌ، اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيْهَا شَاتَانِ، اِلَى مِائَتَيْنِ، فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، اِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لاَيُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْمَعٍ، وَلاَيُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيْطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ، اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ –

১৮০৭ আহমাদ ইবন 'উছমান ইবন হাকীম আওদী (র).... ইবন 'উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, চল্লিশ থেকে একশো বিশটি পর্যন্ত বকরীর যাকাত হলো– একটি বকরী। আর একশো একুশ থেকে দু'শো পর্যন্ত বকরীর যাকাত দু'টি বকরী এবং দু'শো এক থেকে তিনশো পর্যন্ত বকরীর যাকাত হলো তিনটি বকরী। আর যদি এর চেয়ে অধিক হয়, তবে প্রতি একশো বকরীতে একটি বকরী যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে। যাকাত ফরয হওয়ার আশংকায় একত্রিত বস্তুকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন বস্তুকে একত্রিত করা যাবে না। শরীকানা মালের যাকাত আদায়ের বেলায় কারো অংশ থেকে অতিরিক্ত আদায় করা হলে সে অপর শরীকের অংশ থেকে তা ফেরত পাবে। যাকাত আদায়কারী অতি বৃদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত এবং পাঠা জাতীয় পশু গ্রহণ করবে না। তবে এ ব্যাপারে যাকাত আদায়কারীর বিবেচনার অবকাশ থাকবে।

banglainternet.com

١٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারী প্রসঙ্গে

١٨٠٨ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِبْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُعْتَدِى فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا -

১৮০৮ 'ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাকাত আদায়ে কঠোরতা প্রদর্শনকারী যাকাত বারণকারীর মতই।

١٨٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللّٰهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ -

১৮০৯ আবূ কুরায়ব (র)....রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মতই। যে পর্যন্ত না সে বাড়ী ফিরে আসে।

١٨١٠ حَدَّثَنَا عَمْرُبْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحرثِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُبَابِ الْانصَارِىُّ حدثه ان عبد اللّٰهِ بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَذَاكَرَهُوَ وَعُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ، يَوْمًا، الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تسمع رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أُتِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَحْمِلُهُ؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُنَيْسٍ بَلَى -

১৮১০ 'আমর ইবন সাওয়াদ মিসরী (র).... 'আব্দুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং উমর ইবন খাত্তাব (রা) একদিন যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখন উমার (রা) বলেনঃ তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাকাতের মালে খিয়ানতের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা বলতে শুননি যে, কেউ যদি যাকাতের কোন উট অথবা ছাগল খিয়ানত করে, তবে তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাযির করা হবে যে, সে সেগুলি বহন করছে। রাবী বলেন, তখন 'আব্দুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) বললেনঃ হ্যাঁ।

١٨١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ حَدَّثَنِى أَبِى، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ

banglainternet.com

قِيْلَ لَهُ اَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِىْ ؟ اَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَاْخُذُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ -

১৮১১ আবু বদর আব্বাদ ইবন ওলীদ (র).... 'আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইমরান ইবন হুসাইন (রা) কে যাকাত আদায়কারী হিসাবে নিয়োগ করা হলো। তিনি ফিরে আসলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বললেনঃ মাল এখানে নিয়ে আসার জন্য কি আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমরা যেখান থেকে যাকাত আদায় করতাম, সেখান থেকেই যাকাত আদায় করেছি এবং যেখানে ব্যয় করতাম, সেখানে ব্যয় করে এসেছি।

١٥. بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়া এবং গোলামের যাকাত

١٨١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهِ وَلاَ فِىْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ -

১৮১২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলমানদের গোলাম ও ঘোড়ার উপর যাকাত নেই।

١٨١٣ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَرِثِ، عَنْ عَلِىٍّ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ،قَالَ تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ -

১৮১৩ সাহল ইবন আবু সাহল (র).... 'আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের অব্যাহতি দিলাম।

١٦. بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ مِنَ الْاَمْوَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সম্পদে যাকাত ফরয

١٨١٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ -

banglainternet.com

১৮১৪ 'আমর ইবন সাওয়াদ মিসরী (র).... মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামন প্রেরণ করেন এবং বলেনঃ ফসলের যাকাত ফসল দ্বারা, ছাগলের যাকাত ছাগল দ্বারা, উটের যাকাত উট দ্বারা ও গরুর যাকাত গরু দ্বারা আদায় করবে।

١٨١٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكٰوةَ فِىْ هٰذِهِ الْخَمْسَةِ فِى الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالذُّرَةِ -

১৮১৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....'শুআয়েবের পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পাচ বস্তুর মধ্যে যাকাত নির্ধারণ করেছেনঃ যব, গম, খেজুর, কিশমিশ ও ভুট্টা।

١٧. بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ

অনুচ্ছেদঃ কৃষিজাত ফসল এবং ফলের যাকাত

١٨١٦ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى، اَبُوْمُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحَرِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالنَّشْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

১৮১৬ ইসহাক ইবন মূসা আবু মূসা আনসারী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি যে যমিন সিক্ত করে, এই যমিনের উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ, আর যে যমিনে পানি সিঞ্চন করে চাষাবাদ করা হয়, সেখানে এর অর্ধেক অংশ যাকাত হিসাবে দিতে হবে।

١٨١٧ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِىُّ اَبُوْجَعْفَرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ، اَلْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىْ، نِصْفُ الْعُشْرِ -

১৮১৭ হারুন ইবন সায়ীদ মিসরী আবু জা'ফর (র).... সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বৃষ্টি, নদী ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত যমিন অথবা ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে যে যমিনে ফসল উৎপন্ন হয়, সেখানে 'ওশর বা এক দশমাংশ; আর যে যমিনে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত করা হয়, সেখানে এর অর্ধেক যাকাত হিসাবে দিতে হবে।

banglainternet.com

١٨١٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ عَفَّانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا اَبُوبَكْرِبْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِىَ بِعِلاَءٍ الْعُشْرَ وَمَاسُقِىَ بِالدَّوَالِىْ، نِصْفَ الْعُشْرِ -

قَالَ يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ الْبَعْلُ وَ الْعَثَرِىُّ وَالْعَذَوِىُّ هُوَ الَّذِىْ يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَثَرِىُّ مَايُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُصِيْبُهُ اِلاَّ مَاءُ الْمَطَرِ وَالْبَعْلُ مَاكَانَ مِنَ الْكُرُوْمِ قَدْذَهَبَتْ عُرُوْقُهُ فِى الْاَرْضِ اِلَى الْمَاءِ فَلاَ يَحْتَاجُ اِلَى السَّقْىِ الْخَمْسَ سِنِيْنَ وَالسِّتَّ يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْىِ فَهٰذَا الْبَعْلُ وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِىْ اِذَاسَالَ وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُوْنَ سَيْلٍ -

১৮১৮ হাসান ইবন 'আলী ইবন 'আফ্ফান (র).... মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামন প্রেরণের সময় এরূপ নির্দেশ দেন যে, আমি যেন বৃষ্টি ও ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সিক্ত যমিনের (উৎপন্ন ফসল) 'ওশর তথা (এক দশমাংশ)– এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে যা সিক্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে এর অর্ধেক যাকাত হিসাবে গ্রহণ করি।

ইয়াহইয়া ইবন আদম এই হাদীসে উল্লেখিত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ বা'ল, 'আছরী এবং 'আযী ঐ যমিনকে বলা হয়, যা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়। 'আছরী ঐ যমিন, যাতে বিশেষভাবে মেঘ ও বৃষ্টির পানির সাহায্যে ফসল করা হয়। বৃষ্টির পানি ব্যতীত অন্য কোন পানি সে যমিনে পৌছে না।

বা'ল-আঙ্গুর বা ঐ জাতীয় গাছ, যার শিকড় ভূ-গর্ভস্থ পানি পর্যন্ত পৌছে যায় এবং পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত বাঁচার জন্য তাতে পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সায়ল হলো বন্যার পানি। গায়ল- ঐ পানি, যা বন্যার পানি থেকে কম বেগে আসে।

١٨. بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর ও আঙ্গুরের পরিমাণ অগ্রিম নির্ধারণ

١٨١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالاَ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ -

১৮১৯ 'আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী ও যুবায়র ইবন বুককার (র).... আত্তাব ইবন আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ লোকদের নিকট তাদের আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের পরিমাণ অগ্রিম নির্ধারণের জন্য লোক পাঠাতেন।

banglainternet.com

١٨٢٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ، وَكُلُّ صَفْرَاءَ، وَبَيْضَاءَ، يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونُ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ، بَعَثَ إِلَيْهِمِ ابْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَزَ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ، أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِي ذَا، كَذَا وَكَذَا، فَقَالُوا أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا ابْنَ رَوَاحَةَ - فَقَالَ فَأَنَا أَخْرُزُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ - قَالَ فَقَالُوا هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ فَقَالُوا قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلْتَ -

১৮২০ মূসা ইবন মারওয়ান রাকী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন খায়বর জয় করেন, তখন তিনি তাদের সাথে এ মর্মে শর্ত করেন যে, খায়বরের ভূমি ও সমস্ত সোনারূপা তাঁর থাকবে। খায়বরবাসী তখন তাকে বললোঃ আমরা জমি চাষাবাদে অভিজ্ঞ, তাই এর চাষাবাদের দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ফসলের অর্ধেক আমাদের থাকবে ও অর্ধেক আপনারা পাবেন। রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ চুক্তিতে খায়বর ভূমি তাদেরকে দিলেন। খেজুর বৃক্ষের ফল কাটার যখন সময় হলো, তখন তিনি ﷺ আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) কে তাদের নিকট পাঠালেন। তিনি গিয়ে ফলের আনুমানিক পরিমাণ লাগালেন, যা মদীনাবাসীর নিকট 'খারস' নামে পরিচিত ছিল। তিনি বললেনঃ এই বাগানে এই পরিমাণ ও ঐ বাগানে ঐ পরিমাণ ফল হবে। তখন খায়বরবাসী বললোঃ হে ইবন রাওয়াহা! আপনি আমাদের উপর অধিক অনুমান করেছেন। তখন ইবন রাওয়াহা (রা) বললেনঃ তাহলে আমি ফল কাটবো এবং আমি যা বলেছি, তার অর্ধেক তোমাদের দেব।

রাবী বলেনঃ তখন তারা বললোঃ এটাই ঠিক এবং এর দ্বারাই আসমান যমিন টিকে আছে। আর তারা বললোঃ আপনি যা বললেন, আমরা তা নিতে রাজী আছি।

١٩. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

অনুচ্ছেদঃ যাকাতে নিকৃষ্ট মাল দেওয়া নিষেধ

١٨٢١ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ أَقْنَاءً، أَوْقِنْوًا وَبِيَدِهِ عَصًا فَجَعَلَ

banglainternet.com

يَطْعَنُ يُدَقْدِقُ فِىْ ذٰلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُوْلُ لَوْشَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَاْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

১৮২১ আবু বিশর বকর ইবন খালাফ (র).... আ'উফ ইবন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে দেখতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে কয়েকটি খেজুর গুচ্ছ লটকিয়ে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে এগুলোতে টোকা দিতে লাগলেন এবং বললেনঃ ইচ্ছা করলে তো এর মালিক আরও উৎকৃষ্ট বস্তু দান করতে পারত। এই ধরনের দানকারীরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট মালই খাবে।

١٨٢٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِىُّ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّىِّ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِىْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ قَالَ نَزَلَتْ فِى الْاَنْصَارِ تُخْرِجُ ، اِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ، مِنْ حِيْطَانِهَا اَقْنَاءَ الْبُسْرِ فَيُعَلِّقُوْنَهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ اُسْطُوَانَتَيْنِ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَاْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ فَيَعْمِدُ اَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْوًا فِيْهِ الْحَشَفُ يَظُنُّ اَنَّهُ جَائِزٌ فِىْ كَثْرَةِ مَايُوْضَعُ مِنَ الْاَقْنَاءِ فَنَزَلَ فِيْمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ يَقُوْلُ لَا تَعْمِدُوا الْحَشَفَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ يَقُوْلُ لَوْاُهْدِىَ لَكُمْ مَاقَبِلْتُمُوْهُ اِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ. غَيْظًا اَنَّهُ بَعَثَ اِلَيْكُمْ مَالَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيْهِ حَاجَةٌ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ -

১৮২২ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ কাত্তান (র).... বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ -

"আর আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি, তোমরা তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করবে এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করবে না" (২ ঃ ২৫৭) প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, তাদের বাগানে যখন খেজুর আসত, তখন তারা আধা পাকা খেজুরের কিছু গুচ্ছ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মসজিদের দুই খুঁটির মাঝে রশিতে লটকিয়ে রাখতো। গরীব মুহাজিরগণ এখান থেকে খেজুর নিয়ে খেতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, ভাল খেজুরের সাথে কিছু খারাপ খেজুর চলে যাবে, এতে দোষের কিছু নেই। যারা এমন করতেন, তাদের সম্পর্কে এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করবে না। কেননা, তোমরাও তো তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে

banglainternet.com

না।" যদি তোমাদের এমন জিনিস হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়, তবে এ ধরনের বস্তুর তোমাদের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও হাদিয়াদাতার প্রতি লজ্জার খাতিরে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ তো তোমাদের সাদাকা থেকে অমুখাপেক্ষী।

٢٠. بَابُ زَكٰوةِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদঃ মধুর যাকাত

١٨٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ. وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى، عَنْ اَبِىْ سَيَّارَةَ الْمُتَّقِىْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ لِىْ نَحْلاً : قَالَ اَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِحْمِهَالِىْ فَحَمَاهَالِىْ -

১৮২৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) আবু সাইয়ারা মুত্তাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। আমি মধুর চাষ করি। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি ওশর আদায় কর। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। ভূমিটি আমাকে 'খাস' হিসাবে প্রদান করুন। তখন তিনি তা আমাকে প্রদান করেন।

١٨٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ -

১৮২৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ﷺ মধু থেকে ওশর আদায় করতেন।

٢١. بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকাতুল ফিতর

١٨٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ -

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ -

১৮২৫ মুহাম্মদ ইবন রুমহ মিসরী (র).... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকাতুল ফিতরে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ বলেনঃ পরবর্তীতে লোকেরা দুই মুদ গমকে এর সমান বলে নির্ধারণ করে নিয়েছে।

banglainternet.com

١٨٢٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، اَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

১৮২৬ হাফ্স ইবন উমর (র)... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের প্রত্যেক আযাদ ও গোলাম, পুরুষ ও মহিলার উপর সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর নির্ধারণ করেছেন।

١٨٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَاَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَبُو يَزِيْدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَ الرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنَ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ زَكٰوةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ -

১৮২৭ আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ (র) ইবন বশীর ইবন যাক্ওয়ান ও ইবন আহমদ ইবন আয্হার (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম পালনকারীর বেহুদা কথাবার্তা ও অশ্লীলতার কাফফারা হিসাবে এবং মিসকীনদের আহারের ব্যবস্থার জন্য সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি 'ঈদের সালাতের পূর্বে তা আদায় করে, (আল্লাহর নিকট) তা গ্রহণযোগ্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হয়। আর যে ব্যক্তি 'ঈদের সালাতের পর তা আদায় করে, তাও সাদাকাসমূহ থেকে একটি সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়।

١٨٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ اَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكٰوةُ، لَمْ يَاْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ -

১৮২৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... কায়স ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে আমাদের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন। পরে যখন যাকাতের হুকুম নাযিল হয়, তখন তিনি এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশও দেননি এবং নিষেধও করেননি। তবে আমরা সে হুকুম পালন করে যাচ্ছি।

banglainternet.com

١٨٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، صَاعًا مِنْ اَقِطٍ، صَاعًا مِن زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ لاَ اُرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ اِلاَّ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هٰذَا فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ -

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ اُخْرِجُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا، مَاعِشْتُ-

১৮২৯ আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যতদিন আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন, ততদিন আমরা সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা'খাদ্য এক সা'খেজুর এক সা'যব, এক সা' পানির অথবা এক সা' কিশমিশ আদায় করতাম। আমরা দীর্ঘদিন যাবত এ নিয়ম পালন করে চলে আসছিলাম। অবশেষে মুয়াবিয়া (রা) মদীনায় আমাদের নিকট আসেন। এ সময় তিনি লোকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ আমি তো শাম দেশের উত্তম গমের দুই মুদ পরিমাণকে এখানকার এক সা' বরাবর মনে করি। তখন লোকেরা এ কথাটিই গ্রহণ করে নিল।

আবু সায়ীদ (রা) বলেনঃ আমি কিন্তু সারা জীবন ঐ হিসাবেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে যাব, যে হিসাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে আদায় করতাম।

١٨٣٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَاعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ الْمُؤَذِّنِ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ -

১৮৩০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...'সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা' খেজুর, অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' সাদা যব আদায় করার নির্দেশ দেন।

٢٢. بَابُ الْعُشْرِ وَ الْخَرَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ উশর ও খাজনা

١٨٣١ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدِ الدَّامَغَانِىُّ ثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادِ الْمَرْوَزِىُّ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُغِيْرَةَ الاَزْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَبَّانَ الْاَعْرَجِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْبَحْرَيْنِ اَوْ اِلَى هَجَرَ فَكُنْتُ اَتَى الْحَائِطَ يَكُوْنُ بَيْنَ الاِخْوَةِ يُسْلِمُ اَحَدُهُمْ فَاٰخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ -

banglainternet.com

১৮৩১ হুসায়ন ইবন জুনায়দ দামাগানী (র)....'আলা ইবন হায্‌রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বাহরায়ন অথবা হাজর এলাকায় পাঠান। আমি মুসলমান ও মুশরিক ভাইদের যৌথ মালিকানাধীন বাগান ও খামারে হাযির হয়ে মুসলমানদেব থেকে 'উশর এবং মুশরিকদের থেকে খাজনা আদায় করতাম।

٢٣. بَابُ اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا

অনুচ্ছেদ ঃ এক অস্‌ক ষাট সা'-এর সমান

١٨٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ اِدْرِيْسَ الْاَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا -

১৮৩২ 'আবদুল্লাহ ইবন সায়ীদ কিন্দি (র).... আবু সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ এক অস্‌ক হলো ষাট সা'-এর সমান।

١٨٣٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا -

১৮৩৩ 'আলী ইবন মুনযির (র)....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এক অস্‌ক হলো ষাট সা'-এর সমান।

٢٤. بَابُ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِىْ قَرَابَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়কে সাদকা প্রদান

١٨٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، اِبْنِ اَخِىْ زَيْنَبَ، اِمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُجْزِئُ عَنِّىْ مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلٰى زَوْجِىْ وَاَيْتَامٍ فِىْ حِجْرِىْ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهَا اَجْرُ الْقَرَابَةِ -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، اِبْنِ اَخِىْ زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

banglainternet.com

১৮৩৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...'আব্দুল্লাহ্‌র স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার স্বামী ও কোলের ইয়াতীম শিশুদের ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার পক্ষ থেকে সাদকা প্রদান চলবে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এ ক্ষেত্রে তো দু'টি পূণ্য হবে, একটি সদকার পূণ্য ও অপরটি আত্মীয়তার হক আদায়ের পূণ্য।

হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ....'আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যয়নব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٨٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اَنْ نَتَصَدَّقَ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ اِمْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ اَيُجْزِيْنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى زَوْجِيْ وَهُوَ فَقِيْرٌ، وَبَنِيْ اَخٍ لِيْ، اَيْتَامٍ وَاَنَا اُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ ، قَالَ نَعَمْ قَالَ وَكَانَتْ صَنَّاعَ الْيَدَيْنِ -

১৮৩৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাদকা আদায়ের নির্দেশ দেন। তখন আব্দুল্লাহ্‌র স্ত্রী যয়নব বলেঃ আমার দরিদ্র স্বামী ও কয়েকটি ইয়াতীম ভাতিজা রয়েছে। আমি সর্বদা মুক্ত হস্তে তাদের জন্য ব্যয় করি। তাদের সাদকা প্রদান করা যাবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আর যয়নাব নিজ হতে প্রচুর উপার্জন করতেন।

٢٥. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْاَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি অসপছন্দনীয়

١٨٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ فَيَاْتِيَ الْجَبَلَ ، فَيَجِيْءُ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ -

১৮৩৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও 'আমর ইবন 'আব্দুল্লাহ আওদী (র).... হিশাস ইবন 'উরওয়া এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, রশি দিয়ে তা বেঁধে নিজের পিঠে বহন করে বাজারে বিক্রি করে, এর আয়ের দ্বারা নিজেকে পরমুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে তা তার জন্য লোকদের কাছে চাওয়ার থেকে উত্তম। চাই লোকেরা তাকে কিছু দিক অথবা না দিক।

banglainternet.com

١٨٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ لِيْ بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قُلْتُ أَنَا قَالَ لاَ تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا -

قَالَ فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ، وَهُوَ رَاكِبٌ فَلاَ يَقُوْلُ لأَحَدٍ نَاوِلْنِيْهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ -

১৮৩৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কে আমাকে একটি কথার প্রতিশ্রুতি দিবে, আর আমি তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিব? আমি বললাম ঃ আমি। তখন তিনি ﷺ বললেনঃ লোকদের কাছে কিছু চাইবে না। রাবী বলেনঃ এরপর ছাওবান (র) এর অবস্থা এই ছিল যে, কোন সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় যদি তাঁর হাতের চাবুকটি নীচে পড়ে যেত, তবে তিনি নিজেই বাহন থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন, কাউকে তা তুলে দেয়ার জন্য বলতেন না।

٢٦. بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

অনুচ্ছেদ ঃ সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও চাওয়া

١٨٣٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ - فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ -

১৮৩৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে তাদের মাল চায়, সে তো জাহান্নামের আগুন ভিক্ষা চায়! এখন তার ইচ্ছা, সে এ আগুন কম করে সংগ্রহ করুক বা বেশী করে সংগ্রহ করুক।

١٨٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ -

১৮৩৯ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সচ্ছল ও সুস্থ্য-সবল ব্যক্তির জন্য সাদকা গ্রহণ করা হালাল নয়।

١٨٤٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ،

banglainternet.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشًا اَوْ خُمُوْشًا اَوْكُدُوْحًا فِيْ وَجْهِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا، اَوْقِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ-

قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ اِنَّ شُعْبَةَ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ -

১৮৪০ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র) ....আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও (অন্যের কাছে কিছু) চায়, তার চাওয়ার কারণে সেদিন যখমযুক্ত চেহারা নিয়ে হাজির হবে। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ স্বচ্ছলতার পরিমাণ কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা সমমূল্যের সোনা।

জনৈক ব্যক্তি সুফয়ানকে বললেন, শু'বা তো হাকীম ইবন জুবায়র থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না? তখন সুফয়ান বললেনঃ আমার কাছে তো যুবায়দ মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧. بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য সাদকা গ্রহণ করা বৈধ

١٨٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، اَوْ لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، اَوْ لِغَنِيٍّ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، اَوْ فَقِيْرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَاَهْدٰى هَا لِغَنِيٍّ، اَوْ غَارِمٍ-

১৮৪১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)...আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য সাদকা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে পাঁচ ব্যক্তির বেলায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে। সাদকা আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত ব্যক্তি, ঐ ধনী ব্যক্তি, যে নিজের মাল দ্বারা তা কিনে নেয়, কোন ফকীর, যাকে সাদকা হিসেবে কিছু দেওয়া হয়। এরপর সে তা কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করে, তার জন্য অথবা কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

٢٧. بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদকার ফযীলত

١٨٤٢ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

مَا تَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ ، اِلَّا اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهٖ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُوْا فِيْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، وَيُرَبِّيْهَا لَهٗ كَمَا يُرَبِّيْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ اَوْ فَصِيْلَهٗ -

১৮৪২ 'ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন পবিত্র মাল দান করে, আর আল্লাহ্ পবিত্র মাল ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না; তবে দয়াময় আল্লাহ্ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন, যদিও তা সামান্য খেজুরও হয়। পরে আল্লাহ্র হাতে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পাহাড়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠে। আল্লাহ্ সে ব্যক্তির জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ ঘোড়া অথবা উটের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে বড় করে তোলে।

١٨٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهٗ رَبُّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَمَامَهٗ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ وَيَنْظُرُ عَنْ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهٗ فَمَنْ وَيَنْظُرُ عَنْ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا شَيْئًا اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ -

১৮৪৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের সবার সাথেই তোমাদের রব কোন দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই কথা বলবেন। যখন সে তার সামনের দিকে তাকাবে, তখন আগুন তার দিকে এগিয়ে আসবে। আর যখন সে তার ডান দিকে তাকাবে, তখন সে তার আগে প্রেরিত আমল দেখতে পাবে এবং যখন সে তার বাম দিকে তাকাবে, তখন সে তার পূর্বে প্রেরিত 'আমলই দেখবে। তাই, তোমাদের কেউ যদি আগুন থেকে বাঁচতে চায়, এমনকি একটি খেজুরের টুকরা দান করে হলেও, সে যেন এরূপ করে।

١٨٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ اُمِّ الرَّائِحِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلٰى ذِي الْقَرَابَةِ اِثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ -

১৮৪৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... সালমান ইবন 'আমির যাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূললুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মিসকীনকে সাদকা দিলে একটি সাদকার ছাওয়াব পাওয়া যাবে। আর আত্মীয়কে সাদকা দিলে দুটি সাদকার ছাওয়াব পাওয়া যাবে; একটি সাদকার এবং অপরটি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার।

banglainternet.com

Find Islamic Books @ banglainternet.com